সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

দরপত্র আহবানের অনেক পরে সড়ক পাকা করণের কাজ শুরু হলেও নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামবাসী। তাদের অভিযোগ, যথাযথ মান বজায় না রেখে দায়সারা কাজ করা হলে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ সড়কটি অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সদর উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জিআরআইডিপি প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি ও সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় প্রায় ১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি এলাকায় ১ হাজার ৩০০ মিটার এবং সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় ৭৫০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজটির কার্যাদেশ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইএমএস সলিউশনের স্বত্বাধীকারী জান্নাতুল ফেরদৌস।

বর্তমানে সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকার অংশে ডব্লিউবিএম এরকাজ চলছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে প্রকল্পের নির্ধারিত মান ও নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, ডব্লিউবিএম কাজে উন্নতমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের পরিবর্তে আধলা, কাদা-মাটি মাখানো এবং পুরানো ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা সিমেন্টযুক্ত জোড়া লাগা নিম্নমানের ইটের খোয়াও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া সাব-বেস স্তরে কাঁদাযুক্ত বালু ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার প্রাথমিক কাজের সময়ও নিম্নমানের বালু ও নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের পর কিছু বালু সরিয়ে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে নিম্নমানের বালু ও ইট দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হলে এবারও নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা বলেন, এই মাঠে এলাকার প্রায় দুই হাজার

মানুষের জমি রয়েছে। মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার নির্মাণকাজ চলায় কৃষিপণ্য পরিবহনসহ চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তার ওপর নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হলে রাস্তা টেকসই হবে না। এতে তাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

তাদের ভাষ্য, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও কাজের মান নিয়ে এখন নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সড়কটি যেন দ্রুত নষ্ট না হয়, সেজন্য নির্মাণকাজে নির্ধারিত মান বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এদিকে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার শিমুলের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো. আক্তার হোসেন বলেন, যদি কোনো ধরনের নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী থাকে, তাহলে সেগুলো ঠিকাদারকে অপসারণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো অনিয়ম আমি মানব না।

গাংনীতে যৌক্তিক বালাইনাশক ব্যবহারে প্রশিক্ষণ

বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে উপজেলার ১০০ জন কীটনাশক ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে বালাইনাশকের সঠিক ও যৌক্তিক ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার গোস্বামী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান ও সরকারি কমিশনার ভূমি নাবিদ হোসেন।

বক্তারা বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার না করে নির্ধারিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এতে উৎপাদন খরচ কমার পাশাপাশি কৃষকের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া কোদালকাটি গ্রামের কীটনাশক ব্যবসায়ী মাহবুবুর রহমান বলেন, এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার বিক্রয় ও আইন-কানুন সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা হয়েছে। তবে এই প্রশিক্ষণ আগে হলে অনেক কিছু জানা সম্ভবত।

হেমায়েতপুর গ্রামের কীটনাশক ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কীটনাশক ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র কীটনাশক বিক্রি বন্ধ ও কৃষিতে কীটনাশক যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে পারব।

সার সংকট দূর করতে তৈরি হবে কৃষক অ্যাপ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেন, সারের সঙ্কট দূর করতে দ্রুত কৃষক অ্যাপ তৈরি করার কাজ চলছে। সবাইকে এই অ্যাপের আওতায় আসতে হবে। অ্যাপের তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে সার বিক্রি করা হবে। যারা এই অ্যাপের আওতায় আসবেন তারাই এই সুবিধা পাবেন। আর না আসলে বঞ্চিত হবেন। যে কোন একটি উপজেলায় পাইলট আকারে অ্যাপটি চালু করা হবে। সুবিধা পেলে সারা দেশে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাহলের সার সঙ্কট দূর হবে বলে মনে করেন তিনি।

উন্নত দেশে প্রত্যেকটা মানুষের কৃষক, কুলি, মজুর সবারই ট্যাক্স আইডি থাকে। তিনি ট্যাক্স দেন বা না দেন, প্রত্যেক বছর তাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হয়, প্রত্যেক নাগরিককেই। মানুষরাও খুব উৎসাহের সাথে এটা দেয়। কেন দেয় জানেন? রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন ক্রাইসিসের সময় বিভিন্ন রকম সহায়তা দেয়।

আর সহায়তা দেয় এই ভিত্তিতে কার কার ট্যাক্স আইডি আছে আর কত বছর ধরে কে কে ট্যাক্স সাবমিট করেছে। যারা ট্যাক্স সাবমিট করেছে তারা

সুবিধা পাবে, যারা করেনি তারা পাবে না। এখন আমরা যদি এই প্র্যাকটিসটা করতে পারি, তোমার যদি অ্যাপ থাকে অ্যাপে যদি তোমার সব ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, তাহলে যখন তোমার ক্রাইসিস হবে, তুমি সুবিধাটা পেতে পারো। আর তুমি যদি তোমার ইনফরমেশনগুলো না দাও আগামী বছর ক্রাইসিস হলে এগুলো কিন্তু তুমি আর পাবে না।

তখন তার মধ্যে এই তাগিদটা তৈরি হবে আমার যা যা ইনফরমেশন আছে তা অ্যাপে দিয়ে রাখি, কারণ কখন ক্রাইসিস হয় আমি তো জানি না। ক্রাইসিস হলে যাতে আমি সহায়তা পাই। এই চিন্তাগুলোকে মাথায় রেখে এই বিষয়টি নির্মাণ করা হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সারের বিপণন ও ব্যাবহার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এক কথাগুলো বলেন।

তিনি আরোও বলেন, উন্নত বিশ্বে প্রতিটি নাগরিককে একটি অ্যাপের আওতায় আসতে হয়। তালিকাভূক্ত হয়ে সরকারি সুবিধাগুলো ভোগ করেন। তাই আশা করি প্রতিটি কৃষক এই অ্যাপের আওতায় আসবেন। আধুনিক এসব প্রযুক্তি ব্যাবহার করেই সকল নাগরিককে এই সুবিধা নিতে পারবেন।

সার সংকটের বিষয় তিনি বলেন, ওই যে একটা ঐতিহাসিক প্রবাদ- হাঁস যখন সোনার ডিম পাড়ে, তখন কৃষক হাঁস জবাই করে পেট কেটে একবারে সব ডিম বের করে নিতে চাইলে দেখে আসলে কোনো ডিম নেই। আমরা তো প্রত্যেকেই কৃষকের সন্তান। আমরা বেশি সার ব্যবহার করলে আজকের জন্য হয়তো বেশি ফসল পাব, কিন্তু লং টার্মে গিয়ে ওই জমির উর্বরতা একদমই নষ্ট হয়ে যাবে।

আপনি আজকে অনেক সার ব্যবহার করে অনেক ফসল উৎপাদন করে অনেক টাকা পকেটে ঢুকাচ্ছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার পরে ভবিষ্যতে আর চাষাবাদ হবে না, অন্য কিছু করবে। কিন্তু আল্টিমেটলি এই জমিগুলো যদি উর্বরতা হারায় আমরা তো শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করি না, নিজেদের খাবার-দাবারের জন্যও চাষাবাদ করি। তখন একটা ক্রাইসিস হবে।

আমাদের দেশের লেভেলে গবেষণা এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তারপরেও আমি মনে করি কৃষি ডিপার্টমেন্ট চাইলে গবেষক এবং কৃষকদের কানেক্ট করতে পারেন কি না এই যে পর্যবেক্ষণের বিরাট পার্থক্য, এটাকে কোনোভাবে অ্যাড্রেস করা যায় কি না।

অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন, জেলা প্রশাসক ডঃ সৈয়দ এনামুল কবীর। বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি ডাবলু, শাহিনুর রহমান। জেলার কৃষক, সার ব্যবসায়ী ও কৃষি কর্মকর্তারা মতবিনিময় সভায় অংশ নেয়।

ঝিনাইদহ এলজিইডি’র রাস্তার কার্পেটিং কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ছালাভরা থেকে পান্নাতলা এলজিইডির রাস্তা নির্মাণে নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিম্নমাণের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও বিটুমিন পরিমাণে কম দেওয়া হচ্ছে। সিডিউল অনুযায়ী কোনো কাজ হচ্ছে না। রাস্তার কার্পেটিং কাজ শেষ না হতেই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে কার্পেটিং উঠে ও রাস্তা দেবে গেছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন কালীগঞ্জ এলজিইডি প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ। এসব কারণে রাস্তা নিয়ে কয়েক গ্রামের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। উপজেলার সুন্দরপুর-দূর্গাপুর ইউনিয়নের ছালাভরা থেকে পান্নাতলা বাজার পর্যন্ত ২হাজার ৮শ ৫০ মিটার রাস্তার কাজের মুল্য ধরা হয়েছে ২ কোটি ৯লক্ষ ৫শ ৫টাকা। রাস্তায় নিম্নমানের বিটুমিন দিয়ে কার্পেটিং কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়া রাস্তায় পিচ ঢালার পূর্বে ভালোভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে না, মাটির উপরেই পিচ ঢেলে রুলার করা হচ্ছে।

জানা গেছে, বরেন্দ্র ইন্টারন্যাশনাল নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি করছেন রুনু কাজী নামের এক প্রভাবশালী ঠিকাদার। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কাঁদা-মাটি পড়ে রাস্তায় খোয়ার অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তারপরেও গত কয়েকদিন পূর্ব থেকে রাস্তা ভাল ভাবে পরিস্কার না করে তার ওপর কার্পেটিং কাজ শুরু করা হয়েছে। এতে রাস্তার কার্পেটিং কাজে অনিয়মের অভিযোগ তোলে এলাকাবাসি। নাম

প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যাক্তি জানান, আমরা প্রতিবাদ করলে আমাদের বিভিন্ন ভাবে হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে। যে কারণে নিম্নমাণের কাজ হলেও তারা আর কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছেন না।

এলাকাবাসিরা আরো জানান, কার্পেটিংয়ে নিম্নমাণের বিটুমিন ব্যবহার, পিচ পাথর পরিমানে কম দেওয়া ও রাস্তা ভালো ভাবে পরিস্কার না করে মাটির উপরেই পিচ ঢেলে রুলার করা হচ্ছে। যেকারণে কার্পেটিং কাজের পরের দিন থেকেই কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। ফলে এই রাস্তা নিয়ে এলাকাবাসির যে স্বপ্ন ছিল, তা ঠিকাদারের নিম্নমাণের কাজের জন্য সেই স্বপ্ন বিলীন হতে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আরো বলেন, কাজে ব্যাপক ঘাপলা হচ্ছে।

কাজটি নিন্মমানের হচ্ছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদার রুনু কাজী জানান, কাজটি নিন্মমানের হচ্ছে কিভাবে আপনি আমার সাথে এসে দেখা করেন সাক্ষাতে কথা বলেন। আর কাজটি নিন্মমানের হচ্ছে না। আপনি আমার কাছে আর ফোন দিবেননা। আপনারা ফাজলমি শুরু করেছেন তাইনা? ফাজলামি করতে করতে জায়গা আর থোননি না ? তিনি হুমকি স্বরুপ বলেন আমি কালীগঞ্জে আসছি কালীগঞ্জে এসে সাক্ষাতে আপনার সাথে কথা হবে আপনার অফিসে।

রাস্তা পরিস্কার না করেই মাটির উপরে পিচ ঢালছে এমন কথার উত্তরে কালীগঞ্জ উপজেলা (এলজিইডি) প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমি ওখান থেকে আসলাম আমি জানি ওখানে কি হচ্ছে? রাস্তা পরিস্কার করে পিচ ঢালছে। তবে হ্যাঁ মাটির উপরে একটু পড়তে পারে তবে পরিস্কার করে ফেলিয়ে দিবে। এখন যদি ঢালাও ভাবে বলেন তাহলে শুনতে খারাপ শোনা য়ায়।

কুষ্টিয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহার, জরিমানা

আদায়

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হাসপাতালের প্যাথলজি সেন্টারকে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহার করায় ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা শাখা।

মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা শহর এলাকায় তিনটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে এ জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ভেড়ামারা উপজেলা শহরের এলাকার কয়েকটি প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় প্যাথলজিতে রোগ নির্ণয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহার করায় ভোক্তা অধিকার আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ৩০ হাজার, হেলথ গার্ডেন ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার কে ২০ হাজার টাকা এবং মামণি ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ২৫ টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা: মো: নুরুল আমিন বলেন, রিএজেন্ট গুনগতমানের না হলে কোনোভাবেই রোগ নির্নয় সম্ভব নয়। এজন্য চিকিৎসায় পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রিএজেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এ সময় অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা: মো: নুরুল আমিন এবং জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: আরাফাত আলীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

আলমডাঙ্গার কুমারি ‘বীর নিবাস’ নির্মাণে অনিয়ম। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একই গ্রামে দুই মুক্তিযোদ্ধার দুই ঘর নির্মাণে ভিন্ন মাত্রার অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগসূত্রে জানা যায়,আলমডাঙ্গা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৪৯ টি “বীর নিবাস’ নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রতিটি বীর নিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৪৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণের জন্য ৬৫ কোটি ৮০ লাখ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়।

যার প্রতিটি ঘরের নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয় ১৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। দরপত্র আহ্বান করা হলে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচিত হন আলমডাঙ্গা নীলমণিগঞ্জের বখতিয়ারের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বখতিয়ার উদ্দীন।

উপজেলার কুমারী গ্রামে দুটি বীর নিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী ও ফরোজ আলীর পরিবারের জন্য। কার্যাদেশ পেয়ে ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন ওই ঠিকাদার।

কিন্তু ঠিকাদার নির্মাণ কাজের নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ১নং ইটের পরিবর্তে ২ নং ইট ব্যবহার ও নির্মাণ কাজে পরিমাণ মতো সিমেন্টও ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন খোদ উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী।

নিবাসটি নির্মাণে ২ নং ইট ও ৬:১ (বালি:সিমেন্ট) হারে ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরোজ আলীর নিবাস নির্মাণে বালু: সিমেন্টের পরিমাণ ৫:১ ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেছেন যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরোজ

আলীর তুলনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁব ঘর নির্মাণে আরও বেশি অনিয়ম হচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী অভিযোগ করে বলেন যে, ২ নং ইট দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এটা জাতির জন্য কলঙ্কের। তাছাড়া সিমেন্টের ভাগ কম ও বালি বেশি দেওয়া হচ্ছে। এই অনিয়মে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বখতিয়ার উদ্দীন জানান, “কাজটি আমি করছি না। আমার নিকট থেকে কিনে নিয়ে মহাসিন নামের এক ব্যক্তি করছেন। নির্মাণ কাজে ২ নং ইট ব্যবহার করা হলে ইট ফেরত নিয়ে ১ নং ইট দিয়ে নির্মাণ করা হবে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, “বীর নিবাস” নির্মাণে একটি ঘরেও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ পেলে সেটি মেনে নেওয়া হবে না। কোনো ঘরে এ ধরনের অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইটসহ নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী গ্রহণযোগ্য হবে না।

গাংনীর কাথুলী-খাসমহল সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী-খাসমহল বিওপি সড়ক নির্মাণের কাজে নিম্মমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ইটভাটা থেকে অযোগ্য আমা আদলা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তা নির্মাণের উন্নয়ন কাজ।

সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের যোগ সাজসে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনি এন্টার প্রাইজের স্বতাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন এই নিম্নমানের কাজ করছেন। তবে, জনি এন্টার প্রাইজের সত্বাধিকারী সাহাবাজ উদ্দীন বলেন, রাস্তা নির্মাণে কোনো অনিয়ম করা হয়নি, ভাল ইট দিয়েই কাজ করছি।

কাছে দাবীও জানান তারা।

ধলা গ্রামের রফিকুল ইসলাম নামের এক কৃষক বলেন, বাজে ইট দিয়ে রাস্তাটি তৈরী হচ্ছে। এর আগে খুড়াখুড়ি করে দীর্ঘদিন ফেলে রেখেছিল ঠিকাদার। ভোগান্তিতে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। মানুষের ভোগান্তি থেকে বাঁচতে এখন বলছে খারাপ করে হলেও রাস্তাটি হোক এটা চাই।

জনি এন্টারপ্রাইজের স্বতাধীকারী ঠিকাদার সাহাবাজ উদ্দীনের কাছে কাজের বরাদ্দের পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যায়ে ওই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ চলছে। নিম্নমানের ইট, বালির সাথে মাটি মেশানো ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা সত্য নয়। প্রতিবেদকের সাথে তিনি দেখা করারও প্রস্তাব দেন।

কার্য্য সহকারী (ওয়ার্কি এসিসটেন্ট)মহিদুল ইসলামকে কাজের সাইটে পাওয়া যায়না কেনো জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব দেননি। তবে কত টাকার কাজ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাজটি সোয়া তিন কিলোমিটার। এই কাজের জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

উপসহকারী প্রকৌশলী আলাউদ্দীনের কাছে কাজ সমন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওই প্রকল্পের দায়িত্ব আমার থাকলেও আমার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। সব কিছুই আছে উপজেলা প্রকৌশলী স্যারের কাছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, আমি ঢাকাতে আছি। গাংনীতে ফিরেই বিষয়টি দেখবো। কোজের মান নিয়ে গ্রামবাসির ক্ষোভ ও সাংবাদিকদের সরেজমিনে গিয়ে কাজের মান ও ইটের বিষয়ে তাকে বললে আমি এখনি কাজ বন্ধ করে দিচ্ছি। তবে প্রকল্পটি দেড় কোটি টাকার বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ ব্যাপারে মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

জেলা ও উপজেলা এলজিইডি অফিস রাস্তাটি নির্মাণের কোনো কাগজপত্র দেননি। এছাড়া রাস্তাটি নির্মাণের বরাদ্দের ব্যাপারে তিনজন তিন ধরণের তথ্য দিয়েছেন প্রতিবেদককে।

স্থানীয়দের ধারণা, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের যোগসাজসে রাস্তাটিতে নিম্নমানের এসব উপকরণ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিকাদার কাজ না করেও বিল প্রদানের অভিযোগ রয়েছে নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানের

□□□□□□□□□